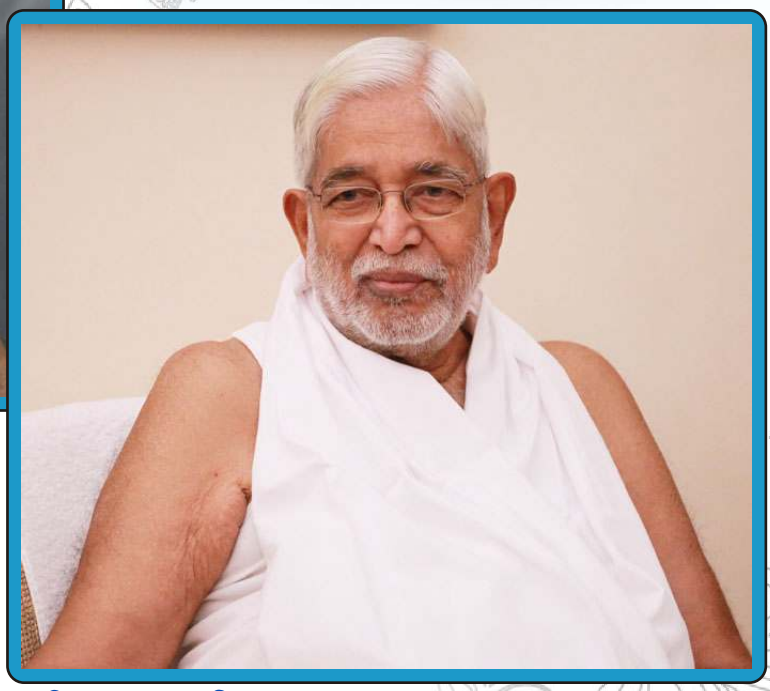

চেন্নাইতে গুরুদেব

নতুন বছরের উৎসব শেষে গুরুদেব গায়ত্রীতে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু শরীর ভালো না থাকায় তিনি আশ্রমেই বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ও বিদেশ থেকে আগত অভ্যাসীদের একটা বড় দল সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আমি খুব খুশী'। এই কথা বলে তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দশ মিনিট সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও কিছু সময় অতিবাহিত করেন। সেখানে জার্মান, ফ্রান্স থেকে আগত অভ্যাসীরাও উপস্থিত ছিলেন। গুরুদেব মজা করে বলেন , জার্মান কিছু একটার জন্য বিখ্যাত্ ফ্রান্স পাঁউরুটির জন্য বিখ্যাত, ইটালী কফির জন্য বিখ্যাত এবং ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্য বিখ্যাত।

৪ জানুয়ারী গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। পরদিন ভার্গব লন্ডনে যাবে তাই তিনি ভোর ৪ টায় উঠে তাকে বিদায় জানান। এরপর তিনি ৫–৩০ মিনিটে কফি পান করেন। ৭ জানুয়ারী প্রকাশনা মাধ্যমের কর্মশালায় ভ্রাতৃত্ববোধের উপর তিনি ভাষণ দেন। ভাষণের শুরুতে তিনি শ্রোতাদের বলেন,'তোমরা কি সত্যিকারের অভ্যাসী? যদি সত্যিকারের অভ্যাসী হও, তাহলে আমার মনে হয় ভ্রাতৃত্ববোধের উপর কর্মশালার কোনো প্রয়োজন নেই'। ব্যক্তিগত অহং প্রসূত দলাদলি, ঝগড়া ও একসঙ্গে কাজ করতে না পারার অক্ষমতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, আমার মনে হয় সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে (এমনকি অভ্যাসী সহ) বাবুজীর সময়ে ফিরে যাই এবং গুটিকতক অভ্যাসী নিয়ে ঘরে বসে কাজ করার চেষ্টা করি। এরপর তিনি বলেন , 'আমি আশা করি তোমাদের ঐ বুদ্ধিদীপ্ত মস্তিষ্কে সামান্য কিছু বোধ জাগ্রত হবে। ঐ মস্তিষ্ক এতই বুদ্ধিদীপ্ত যে তা অন্যের বুদ্ধিদীপ্ততাকে চিনতে পারে না'। তিনি বলেন, ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে আলোচনা না করে বরং অনুশীলন করা শ্রেয়।

রবিবার ৮ জানুয়ারী ২০১২

সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর গুরুদেব কর্টেজে ফিরে আসেন এবং কিছুক্ষণ পর রাশিয়ান ভাষার কিছু পাঠ অধ্যায়নের জন্য অফিসের দিকে যেতে উদ্যত হলে তিনি দেখেন অভ্যাসীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উৎফুল্লের সঙ্গে বলেন , 'আজ সকালে তোমাদের দারুন সৎসঙ্গ হয়েছে। এর চেয়ে বেশী আর কিছু আমার থেকে আশা কোরো না'।

রাশিয়ান পাঠ শেষে তিনি অফিসে একদল অভ্যাসীর সঙ্গে কথা বলেন। ভাষার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভাষা শেখা প্রথম দিকে কতক অসুবিধাজনক। একবার তুমি ভাষা শিখে ফেললে ঐ শেখার পদ্ধতি আয়ত্বে এসে যায় এবং সহজ হয়ে যায়। তিনি বলেন চিন্তার থেকে পরিতৃপ্তির জন্য অনেক বেশী মুল্য দিতে হয়। জানি না, তবে আমি এতেই খুব খুশী।

মঙ্গলবার ১০ জানুয়ারী ২০১২

ফ্রান্স ও ভেনিজুয়েলা থেকে আগত প্রায় ৪০ জন অভ্যাসী কক্ষে একত্র হয়েছিল এবং গুরুদেব এসে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, এখানে কোনও নতুন অভ্যাসী আছে কি? উত্তরে কিছু অভ্যাসী হাত তুলে সাড়া দেয়। একজন অভ্যাসী বলে, গুরুদেব আমি পাঁচ বছর যাবৎ অভ্যাসী, তবে কি আমি নতুন ? উত্তরে গুরুদেব বলেন, না তুমি একজন ভালো অভ্যাসী। সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে। গুরুদেব বলেন, আমি পঞ্চাশ বছর যাবৎ অভ্যাসী, তবুও আমার মনে প্রশ্ন আসে। তবে পরম্পরাগত জ্ঞানের মত নয়। বিজ্ঞানের জ্ঞান শিখে অর্জন করতে হয়। আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান গ্রহণ করতে হয়। তিনি বলেন, বাবুজী ছিলেন অসীম জ্ঞানের ভান্ডার, কিন্তু

তাঁর ভান্ডার থেকে নেবার মত কেউ নেই। তিনি বলেন আলোচনা চক্রের সময় বাবুজীর চোখে জল এসে যেত কারণ তিনি এত কিছু দিতে চাইতেন অথচ নেবার মত কেউ ছিল না। তিনি সব বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে যান।

কেউ একজন প্রশ্ন করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে কোনও তফাৎ আছে কি? গুরুদেব বলেন, "হ্যাঁ বিরাট পার্থক্য আছে। কৃতজ্ঞতা হৃদয় থেকে আসে আর ধন্যবাদ মন থেকে উদ্ভুত"।

বুধবার ১১ জানুয়ারী ২০১২

গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর দশটি বিবাহ সম্পন্ন করান। বিকালে জম্মু আশ্রমের ভিডিও দেখেন। গুরুদেব বলছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি পুরো পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাই অভ্যাসীরা একে উদ্ঘাটন হওয়া বলে গ্রহণ করে ধ্যানকক্ষের ব্যবহার শুরু করতে পারে।

১২ জানুয়ারী গুরুদেব গায়ত্রীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ১৪ তারিখে সকাল ৯ টায় আশ্রমে ফিরে আসেন।

১৫ জানুয়ারী রবিবার ২০১২

ওমেগা স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ঐ দিন গুরুদেব ব্রাঞ্চে আমন্ত্রণ করেন। এরপর তিনি রৌদ্রকিরণে এসে বসেন। তিনি শিশুদের সামনে বসতে বলেন এবং দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, "একজনের যেমন উচিত সফলতা না দেখা, ঠিক তেমনই আবার অসফল হওয়াও উচিত নয়। নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতা – এই দুইই স্কুলে এবং বাড়িতে শিখতে হয়। এ যেন নদীর দুই কূল, আর কূল না থাকলে নদীর কোন অস্তিত্ব নেই। একজনের উপলব্ধি করা উচিত যে, মাঝনদী সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বয়ে চলে, আর আমাদের অবশ্যই মাঝখানে থাকা উচিত যাতে দুইকূলের মাঝখানে থেকে দ্রুত বয়ে চলতে পারি।"

১৭ থেকে ২২ জানুয়ারী গুরুদেব রাশিয়া ও প্রাক্তন CIS দেশগুলি থেকে আগত রুশ ভাষাভাষী অভ্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা চক্রে ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেকদিন তিনি তাদের সিটিং দেওয়া, ভাষণ দেওয়া ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকতেন। প্রায় ৫০০ অভ্যাসীর সঙ্গে তিনি খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। তিনি তাদের কটেজে নৈশ ভোজ করান, কয়েকজনকে প্রশিক্ষক বানান এবং নিজের কুটির থেকে CCTVতে সব পর্যবেক্ষণ করেন। ভ্রাঃ চক্রপাণী, ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল ও ভ্রাঃ পি.আর. কৃষ্ণা বক্তব্য পেশ করেন।

১৭ ও ১৯ জানুয়ারী গুরুদেব অংশগ্রহণকারীদের কাছে ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

চরিত্র প্রসঙ্গে:

এ হল আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাসনা কোন বাইরের বস্তু নয়, তা অন্তরে সঞ্জাত। তিনি বলেন,বাসনা সবসময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং উপযুক্ত বাহ্যিক পরিবেশ পেলেই তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সঠিক পথ হল, সব বাসনা, প্রলোভন অন্তর থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া। এই হল সহজমার্গের এক অভূতপূর্ব সমাধান।

প্রয়োজন ও চাহিদা প্রসঙ্গে:

আমাদের উচিত জীবনে প্রয়োজন ও চাহিদার পার্থক্য নির্ধারণ করতে শেখা। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের মত বিষয়গুলি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় যা অবশ্যই সুনিশ্চিত। কিন্তু চাহিদা পূর্ণ হতে পারে না। বাবুজীর কথা উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, " প্রকৃতির মতো সহজ ও সরল জীবনযাপন করো"।

ত্রিচিতে গুরুদেব:

২৩ জানুয়ারী গুরুদেব সকালে ত্রিচি পৌঁছান। এ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সফর। অনেক অভ্যাসী সেখানে সমবেত হয়েছিল। একজন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুদেব, আপনি কি সকলকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন"। উত্তরে গুরুদেব বলেন, দেখো, এ হল যেন সেই 'লর্ড অব্ দ্য রিং' সিনেমার মতো; যেখানে ফ্রোডো গ্যানডায়ালকে বলছে, " শায়্যারের অর্ধেক নিমন্ত্রিত আর বাকীরা এসে পড়েছে মাত্র"। সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে।

বিদেশ থেকে আগত প্রায় ১৪২ জন অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে ছিল। প্রায় ৬০ জন রাশিয়ান অভ্যাসী সড়কযোগে এসে পৌঁছায়। ২৪ তারিখ তিনি একান্তে বিশ্রাম নেন। রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির কোলে বসে তিনি বিহঙ্গের কাকলি ও গুড়ের সুবাস উপভোগ করেন। এক সুক্ষ্ম বাতাবরণ সকলকে আপ্লুত করে দেয় এবং প্রত্যেকেই অভূতপূর্ব অশীর্বাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কথোপকথনের সময় তিনি বলেন যে "প্রত্যেকে যদি প্রতিজ্ঞা করে যে টাকা দেবেও না টাকা নেবেও না, তাহলে ভ্রষ্টাচারের পথ থাকবে না"।

২৫ জানুয়ারী সকালে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর এক সমাবেশে তিনি বলেন, "শিশুদের যত্ন নাও। যে সমাজ শিশু ও নারীদের যত্ন নেয় না তার অগ্রগতি ব্যহত হয়"।

২৬ জানুয়ারী গুরুদেব সব অভ্যাসীদের জন্য জানকী ফার্মে নৈশভোজের আয়োজন করেন। ২৭ তারিখ সূর্যকিরণের বাতাবরণে বসে গুরুদেব বলেন:

❖বাবুজীর বাঁ চোখ সবসময় ছোট ও নামানো থাকত। একবার আমি তাঁকে চোখ পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেন যে, তাঁর ঐ চোখ হৃদয়ের দিকে এবং অন্যটা বাইরের দিকে।

❖তৃপ্তি নয়, বেদনা আমাদের জাগিয়ে তোলে।

❖অতীতে ভাল্ব রেডিওয়র প্রচলন ছিল, যখন BBC শোনার জন্য অনেক টিউনিং করতে হত। এ হেন টিউনিং তোমার হৃদয়ের জন্য করা উচিত।

২৮ জানুয়ারী জানকী ফার্মে ভ্রাঃ গণেশ ও ভ্রাঃ কুমারেশের বেহালা বাদনের আয়োজন করা হয়েছিল যা গুরুদেব খুব উপভোগ করেন। ফার্মে থাকাকালীন গুরুদেব দুটি বাছুরের নামকরণ করেন। একটার নাম পদ্মা ও অন্যটি মরুধাম। ২৯ জানুয়ারী দুটি বিবাহ সম্পন্ন করান। ৩০ তারিখ গুরুদেবের থান্জাভুর যাবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি যেতে পারেননি। ভ্রাঃ কমলেশ কিছু বিদেশী অভ্যাসীদের নিয়ে সেখানে যান। তিনি দুটো সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং আশ্রম ও আবাসিক কলোনী ঘুরে দেখেন।

২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ২০১২

পূজ্য লালাজীর জন্মদিনে প্রায় ২০০০ অভ্যাসী ত্রিচি আশ্রমে যোগদান করে। গুরুদেব ৬ ফেব্রুয়ারী চেন্নাই রওনা হয়ে যান।

চেন্নাইতে ফিরে এসে

৭ ফেব্রুয়ারী গুরুদেব চেন্নাইতে ফিরে আসেন। অভ্যাসীদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, আমাদের জীবনে অদৃষ্ট কিভাবে কাজ করে। ওমর খৈয়ামের লেখা উদ্ধৃত করে বলেন, "এ হল দিবা রাতের পাশা

খেলা যেখানে অদৃষ্ট পাশার ঘুঁটির মত এদিক ওদিক উপর নীচে ঘোরাফেরা ক'রে পরিণতি টেনে দেয়। আমরা পরিকল্পনা করি এক আর হয় আর এক"।

এ সবই অদৃষ্টের খেলা। এ কথা বোঝাতেই গুরুদেব ঐ কথাগুলো বলেন।

একবার তিনি বাবুজীকে বলেন, গভীর সিটিং এর পর কাজে যাওয়া খুব মুশকিল। বাবুজী বলেন, 'কর্মক্ষমতা শশীরের কাজ আর অকর্মণ্যতা আধ্যাত্মিকতার জীবন'। গুরুদেব আরও বলেন, ব্যক্তির মধ্যে আত্মা যত উন্নত হতে থাকবে তত তা জীবনে প্রভাব বিস্তার করবে, যা কতক অকর্মণ্য অবস্থার মত। একে কিছুটা 'সহজ সমাধির' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে একজন সচেতন অবস্থাতে থেকেও কর্মরহিত অবস্থায় ডুবে থাকে। এরপর তিনি বলেন, 'আমার এখন ঘুমাতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তা না করে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে কিছু কাজ করতে যাব'।

৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার ২০১২

গুরুদেব মজার ছলে একটা বইয়ের নাম বলেন, দেবদূত এবং দানব এবং বলেন সৃষ্টির স্বার্থে দুইয়ের প্রয়োজন আছে। প্রভু শিবের কথা উল্লেখ করে বলেন, কিভাবে শিব কৈলাসে বরফের উপর বসে আছেন আর তাঁর সামনে ঋষি, মুনি, দেবতা, অসুর, দানব সব বিদ্যমান। সৃষ্টির সবাই তাঁর নৃত্য দেখতে সামিল। ভগবান বিষ্ণুর কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, বিষ্ণু হলেন দয়া ও করুণার প্রতীক, তাই তার সামনে এহেন উপস্থিতি নেই।

প্রায় এক সপ্তাহ গায়ত্রীতে থেকে গুরুদেব গত ১৮ ফেব্রুয়ারী মানাপাক্কামে ফিরে আসেন।

"সত্যিকারের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ হল, 'যা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়মানুগ করে এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযম এনে এক প্রশান্তিময়তার সৃষ্টি করে। তখনই আত্মিক প্রশান্তি এবং শান্ত অবস্থা বিরাজমান হয়ে উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব করতে পারে"।

বাবুজী মহারাজ
প্রত্যূষে সত্য, পৃ ৬২

নতুন প্রকাশনা

HeartSpeak 2006
Malayalam

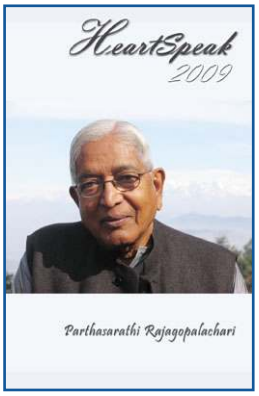

HeartSpeak 2009
English

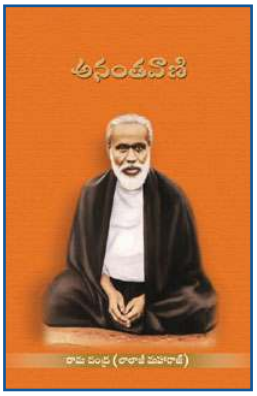

Truth Eternal
Telugu

What is Sahaj Marg
English

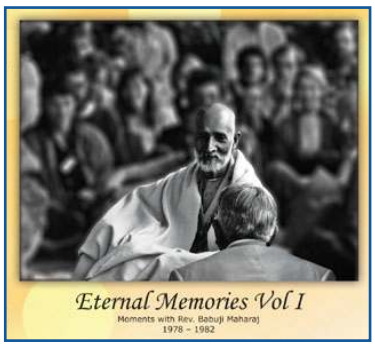

Eternal Memories Vol -1

This is a collection of some priceless short clips of Rev. Babuji Maharaj taken by various western abhyasis. There cover some a wide spectrum of events including Life in Shahjahanpur including Basant Utsav as well as glimpses from Rev. Babuji's Birthday celebrations in Delhi in 1982 as well as from his visit to Europe.

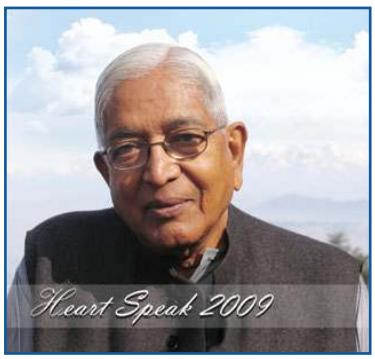

HeartSpeak 2009

This is a MP3 Audio CD collection of all talks given by Rev. Master in the year 2009. There are 34 talks in total in this collection.

Nomination of the Successor

This covers the declaration of the nomination of Br. Kamlesh Patel as his successor by Rev. Master on 3rd October 2011 in Kolkata as well as various short talks given at Mumbai, Ahmedabad and Chennai introducing him as the nominated successor to the abhyasis. There is also a short photo-tour at the end showcasing some rare photographs of Br. Kamlesh with our Master as well as with Babuji Maharaj.

Insaan Bano

This DVD contains Rev. Master's talk titled 'Insaan Bano' given in Guwhati on the 9th of October, 2011. This talk is followed by an illuminating session of informal conversations at the Gurgaon Ashram. In both these talks which are in Hindi, he also introduces Br. Kamlesh Patel as his successor to the assembled abhyasis.

১৪০ তম জন্মদিন পালন

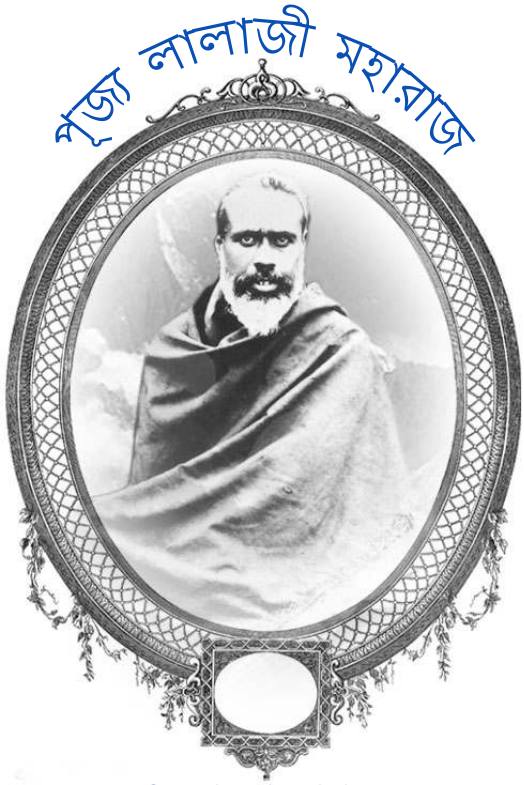

'অতএব সত্যসন্ধানী, তুমি যদি সত্যিই সুখের সন্ধান করতে চাও, তবে নিজের অন্তরের গভীরে যাও। তোমার আত্মর কাছে সুখ কামনা করো। সত্যসন্ধানী হও এবং তুমি আত্মিক সুখ প্রাপ্ত হবে'।

পূজ্য লালাজীমহারাজ
CWRC (Lalaji), Pg.293

Bangalore

কর্ণাটক

প্রবল উৎসাহের সঙ্গে প্রায় ১২০০ অভ্যাসী ব্যাঙ্গালুরুর পরমধাম আশ্রমে সারাদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় । কয়েকটি বক্তৃতার পর উদ্ধৃতির (Quotation) উপর এক কুইজ্ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনের ভাবধারা ছিল অভ্যাসীদের নিজেদের আত্মিক পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে পরিবর্তন নিয়ে আসা।

বেলুর, ধারওয়াড়, গাদাক , নাভালগুড়, নভনগর, পুধালকাঠি এবং সিরসি কেন্দ্র থেকে প্রায় ২২৫ জন অভ্যাসী হুবলীতে সমবেত হয় ' হি, দ্য হুক্কা এ আই' এর DVD প্রদর্শিত হয় । লালাজীর রচনা থেকে কিছু বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করা হয়। তরুণরা ভজন, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও ছোট নাটিকা উপস্থাপন করে। নাটিকার বিষয় ছিল, 'দ্রৌপদীর গর্বভঙ্গ' । সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । ঐ দিন আশ্রমের বাতাবরণ এত ঐশী মানের ছিল যে কেউ তা ছেড়ে যেতে চাইছিল না।

Aluva

Hubli

কেরালা

এর্নাকুলাম ও ইদ্দিকি জেলা থেকে অভ্যাসীরা অলুভাতে সৎসঙ্গের জন্য সমবেত হয়। এরপর ছোট বক্তৃতা ও লালাজীর জীবনের উপর নাটিকা পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকরা লালাজীর বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। ভ্রাঃ ই. রাধাকৃষ্ণান আশ্রমের বিষয়ে একটি কবিতা পাঠ করে।

কাসারগড়ে ইউরোপীয়ান আলোচনাচক্রের উপর সদ্য প্রকাশিত DVD হেভেন দেখানো হয়। এরপর অনেকে ভাষণ দেয়, গোল্ডেন সাইলেন্স, ভজন ও লালাজীর জীবনের ছোট নাটিকা পরিবেশিত হয়। সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

গুলবার্গা ও বিদার থেকে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী হামনাবাদে সমবেত হয়। স্থানীয় অভ্যাসীরা খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে । অনেকে লালাজীর উপর ভাষণ দেয়। শিশুদের ভারতনাট্যম পরিবেশনা ও ভ্রাঃ এস . এ খাজি ও তার দলের বাঁশরী বাদন উল্লেখযোগ্য।

Humnabad

Sri Ganganagar

Jodhpur

Alwar

রাজস্থান

শ্রী গঙ্গানগরে পারশ পারেখের বাড়িতে ১২০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়। সৎসঙ্গের পর লালাজী মহারাজের জীবনের উপর কিছু অংশ পড়ে শোনানো হয় । ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে ভান্ডারাতে সহনশীলতা ও নিয়মানুবর্তীতা আনা যায় সে বিষয়ে ভ্রাঃ মুন্শিলাল আলোকপাত করে। লালাজীর জীবনের উপর এক CD প্রদর্শন করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেবের DVD 'সাচ্চা প্যায়ার' ও প্যায়ার বাধায়েঁ' দেখানো হয়। প্রত্যেক অভ্যাসী উন্মুক্ত হৃদয়ে এই উৎসবে সামিল হয় । CiC ভ্রাঃ মুন্সী সব অভ্যাসীদের নিয়মিত ভান্ডারাতে ও সৎসঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত করে।

যোধপুর আশ্রমে ৩৮৫ জন অভ্যাসী ও ৬২ জন শিশু সমবেত হয়। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্কের উপর এক অভূতপূর্ব ছোট নাটিকা পরিবেশিত হয় । শিশুরা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নানা ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। লালাজীর জীবনের উপর এক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করানো হয় এবং এরপর সন্ধ্যাবেলা সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

আলোয়ার আশ্রমে ১৯০ জন অভ্যাসী সারাদিন সৎসঙ্গে অতিবাহিত করে। শিশুদের জন্য ক্রীড়া ও অভ্যাসীদের এক মিনিট ভাষণ দানের এক কর্মসূচী অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। অপরিসীম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন লালাজীর জীবনকে স্মরণ করা হয়। নিঃস্বার্থ সেবা ও প্রেম , যা গুরুদেব সবসময় জোর দিয়ে থাকেন তাই ছিল এই দিনের ভাবধারা।

সাহপুরা, গঙ্গাপুর, সিকার, বিজয়নগর, বনেদা থেকে প্রায় ১০০ অভ্যাসী ভিলওয়াড়া আশ্রমে সমবেত হয়। কিছু অভ্যাসী লালাজীর বই থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনায়। কেউ কেউ কিছু উৎসাহমূলক ঘটনা ব্যক্ত করে । তরুণরা আজ্ঞা পালনের উপর একটি ছোট নাটক মঞ্চস্থ করে।

মহারাষ্ট্র

মুম্বাইয়ের পানভিল আশ্রমে প্রায় ৬০০ জন অভ্যাসীর সমাগম হয়। ছোট নাটিকা পরিবেশনের মাধ্যমে লালাজী মহারাজের জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয় । এরপর বই থেকে কিছু পাঠ করা ও ভজন পরিবেশিত হয় । মধ্যাহ্নভোজের পর লালাজী মহারাজের জীবনের উপর এক চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

পুনেতে সৎসঙ্গের পর প্রাতঃরাশ ও ভজন পরিবেশিত হয়। এরপর সৎসঙ্গের গুরুত্বের উপর গুরুদেবের লেখা থেকে কিছু মূল্যবান উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করা হয় যা লালাজীর 'টুথ ইটারনাল' থেকে কিছু অংশ এতে পেশ করা হয়। লালাজীর জীবনের উপর তথ্যচিত্র থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরে তার উপর মনন করতে বলা হয় ও ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয়।

অভ্যাসীরা ঐ মহান ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মমানের আলোকপাত করলে দেখা যায় তিনি সকলের কাছে একই রকম। লালাজীর জীবন ভৌতিক ও আধ্যাত্মিকতার যুগল ভারসাম্যের এক আদর্শ নিদর্শন । সন্ধ্যার সৎসঙ্গের আগে ভারতনাট্যম পরিবেশিত হয়।

ঔরঙ্গাবাদের কাছে লাসুরে প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ভ্রাঃ সঞ্জয় ভাটিয়া তার নিজের জীবনে সহজমার্গের প্রভাবের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। ভগিনী অনুসূয়া রবিবারের সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে । আর ভ্রাঃ সুনীল চন্দ্রন গুরুর ভূমিকার উপর এক উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা পেশ করে। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আসাম

গৌহাটিতে সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, এরপর লালাজী তাঁর পারিবারিক সমস্যা কত সহজে পরিচালনা করতেন তা ব্যক্ত করা হয়। জানুয়ারীতে প্রকাশিত ইকোজ্ এর উপর এক কুইজের আয়োজন করা হয়েছিল যা অভ্যাসীদের যারপরনাই উৎসাহিত করে। শিশুদের জন্য হাতে–আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

Pune

Mumbai

Guwahati

Mirzapur

Lucknow

উত্তরপ্রদেশ

লখ্নৌ আশ্রমে প্রায় ৫০০ অভ্যাসীর সমাবেশ হয় । সৎসঙ্গের পর লালাজীর জীবন কাহিনী পড়ে শোনানো হয় । এরপর তাঁর উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় যা সকলকে নিজেদের জীবনকে গভীরভাবে দেখতে উৎসাহিত করে। ভগিনীরা ভজন পরিবেশন করে। শিশুরা নৃত্য ও তরুণদের মঞ্চস্থ করা নাটকের বিষয় ছিল, 'আমাদের জীবনে যা ঘটে তা ভালোর জন্য'। সমগ্র বাতাবরণ ছিল সূক্ষ্ম ও আশীর্বাদধন্য। সকলে ঐশী করুণায় সিক্ত হয়ে পূর্ণ হৃদয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মিরজাপুরে আশ্রমের জন্য কেনা নতুন জমিতে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । এলাহাবাদ কেন্দ্রের CiC ভ্রাঃ আর. আর. কে ত্রিবেদী সেখানে উপস্থিত ছিল । কয়েকজন প্রশিক্ষক তাদের বক্তব্য পেশ করে । এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুরুদেবের উপর ভিডিও দেখানো হয় । সবশেষে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

ওড়িশা

ওড়িশার ১৩৬ জন অভ্যাসী কটকে সমবেত হয়। সৎসঙ্গের পর তারা এক আলোচনায় যোগ দেয়। আলোচনার বিষয় ছিল মানুষের জীবনে লালাজীর শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে আধ্যাত্মিক প্রগতি করা সম্ভব। খুব প্রাণবন্ত আলোচনায় তরুণরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয়। প্রশিক্ষকদের মিটিং, মুক্ত আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

তামিলনাড়ু

তিরুপ্পুরের ডায়মন্ড জুবিলী পার্ক ৭৫০ জন অভ্যাসীতে পূর্ণ ছিল। সৎসঙ্গ ও ভাষণ ছাড়াও তিনজন গুরুর উপর মনোজ্ঞ উপস্থাপনা এক স্বর্গীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করে । যখন মহাগুরুদের জীবনের কিছু স্পর্শকাতর দিক তুলে ধরা হয় তখন তা সকলের হৃদয়কে আপ্লুত করে তোলে। অভ্যাসীদের খুব ভালো প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ ও চা পানের ব্যবস্থা করা হয়। সব অভ্যাসীরা ঐশী করুণায় সিক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যায় ।

Tiruppur

উত্তরাখন্ড

কাশীপুর কেন্দ্রে সৎসঙ্গের পর লালাজী মহারাজের জীবনের উপর বক্তব্য পেশ করা হয় । উপস্থিত ৪৫ জন অভ্যাসীদের দুটি দলে ভাগ করে লালাজীর জীবনের গুণগুলির উপর বিশদ চর্চা করা হয়। এরপর তারা তাদের নানা দিবধা, কৌতূহল নিরসনের জন্য আলোচনায় ব্রতী হন । আদিগুরুর স্মরণে তাদের সকলের অন্তর শ্রধায় ভরে ওঠে । মধ্যাহ্নভোজের পর কিছু ভজন পরিবেশিত হয়, এরপর নানা প্রশ্নের মাধ্যমে দবন্দব নিরসন করা হয়। সবশেষে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

ঝাড়খন্ড

ছাত্রা ও হাজারিবাগ কেন্দ্রের প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী ছাত্রাতে সমবেত হয়। এখানে এক প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়েছিল।

রাঁচী কেন্দ্রে খুব সুসজ্জিত করে সারাদিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । লালাজীর জীবনের উপর চলচিত্র প্রদর্শন ও কিছু ভজন পরিবেশিত হয়।

জামশেদপুরে ৩৮ জন অভ্যাসী সমবেত হন । 'Truth Eternal' থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনানো হয় । এরপর কিছু ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরপর্ব অনুষ্ঠিত হয়|

Kashipur

Cuttack

আশ্রমের উন্নয়ন

Jammu Ashram

Payyanur Ashram

জম্মু আশ্রম

ভারতের একদম উত্তরে প্রথম আশ্রম গড়ে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরে। জম্মুর রঞ্জিতপুর, গোলগুরাল গ্রামে এই আশ্রম অবস্থিত, যা রেল স্টেশন থেকে ১০ কিমি দূরে, এবং বিমানবন্দর থেকে ১১ কিমি ও বাস স্ট্যান্ড থেকে ৬ কিমি দূরে অবস্থিত।

২ ফেব্রুয়ারী ২০১১তে আশ্রমের জন্য এক একর জমি কেনা হয়েছিল। রান্না ও খাওয়ার জায়গার জন্য ২৮০০ বর্গফুট এলাকায় নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। যতদিন না ধ্যানকক্ষ তৈরী হচ্ছে ততদিন এইখানেই ধ্যান পরিচালনা করা হবে।

১১ জানুয়ারী ২০১২ তে গুরুদেব ঐ আশ্রমের ভিডিও ফটো দেখে বলেন, "আমি আশ্রমে প্রবেশ করেছি এবং আশ্রম উদ্ঘাটন হয়ে গেল। ঐ ধ্যান কক্ষে আজই ধ্যান শুরু করো"। প্রথম ধ্যান ঐ দিনেই বিকেল পাঁচটায় হয় এবং তারপর তা নিয়মিত হতে থাকে।

Tharwai Ashram

থারওয়াই, উত্তরপ্রদেশ

১৯৮৩ সালে থারওয়াই (এলাহাবাদ থেকে ১৩ কিমি দূরে) এর কিছু অভ্যাসী মিশনে যোগ দেয়। তারা সৎসঙ্গের জন্য এলাহাবাদে আসতেন। প্রশিক্ষক ভ্রাঃ এল.কে. ত্রিপাঠি এবং ভ্রাঃ সুভাষ চন্দ্র মিশ্র ৮০০ বর্গমিটরের এক টুক্রো জমি ২০০৬ সালের ২২ মার্চ নিবন্ধিকৃত করেন।

স্থানীয় MLA ও MP র সহায়তায় ১০০০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষ গড়ে ওঠে এবং অভ্যাসীদের থেকে প্রাপ্য অনুদানে বাকি পরিসেবা সংক্রান্ত নির্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। ১১ ডিসেম্বর ২০১১ তে ভ্রাঃ ইউ.এস.বাজপেয়ী সৎসঙ্গ পরিচালনা করে ধ্যানকক্ষের উদ্ঘাটন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু অভ্যাসী সমবেত হন।

পায়ানুর আশ্রম, কেরল

কান্নুর জেলার পায়ানুর – চেন্নাই সড়কের উপর পায়ানুর থেকে ১০ কিমি দূরে এই আশ্রম অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা এই তিন একর জমি ২০০৭ সালে মিশনের একজন অভ্যাসী কিনে মিশনকে দান করেন। অভ্যাসীরাও এর কাছে তাদের আবাসন এলাকা গড়ে তোলেন। ১০০ অভ্যাসী বসার মতো এক অস্থায়ী ধ্যানকক্ষ তৈরী করা হয়। বর্তমানে ৬০–৭৫ জন অভ্যাসী নিয়মিত রবিবারের সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকেন।

২৯ জানুয়ারী ২০১২ রবিবার সৎসঙ্গের পর ৭৫ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে CiC ভ্রাঃ কুন্হিকান্নান রান্নাঘর ও শৌচাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর সকলে সেখানে ধ্যান করেন। ভবিষ্যতে বড় ধ্যানকক্ষ ও গুরুদেবের কুটির তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষক তৈরীর কার্যক্রম – ২

বনশংকরী আশ্রম, ব্যাঙ্গালুরু

৩৬ জন অভ্যাসীর মধ্যে তিনভাগে ভাগ করে এই অনুষ্ঠান বনশংকরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। (১৬ অক্টোবর, ৫–৬ নভেম্বর এবং ২৬–২৭ নভম্বর ২০১১) । এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের সাধনা আরও গভীরভাবে করার জন্য উৎসাহিত করা এবং গুরুদেবের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে সেইদিকে অনুপ্রাণিত করা, যাতে সহজমার্গের বিষয়ে আরও গভীর জ্ঞান আহরণ করে আধ্যাত্মিকতার জিজ্ঞাসুদের মধ্যে সহজমার্গের মূল বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

প্রশিক্ষণ প্রণালী দলগত আলোচনা থেকে শুরু করে নির্ধারিত বিষয়ের উপর অভ্যাসীদের সামনে বক্তব্য রাখা পর্যন্ত ব্যপ্ত ছিল। এরপর তারা নির্ধারিত উদ্ধৃতির অন্তর্নিহিত অর্থ ২–৩ মিনিট মঞ্চ থেকে ব্যাখ্যা করেন। শেষপর্যন্ত নির্বাচিত বিষয়ের উপর তারা ২০ মিনিট পর্যন্ত ভাষণ দেন। অংশগ্রহণকারীদের ভাষণদানের ক্ষমতা পর্যালোচনা করে তা আরও উন্নত করার উপায় বলে দেওয়া হয়।

ভ্রাঃ শ্রীনিবাস, ভ্রাঃ জি. সুব্রহ্মানিয়া, ভ্রাঃ কৃষ্ণমূর্তি, ভ্রাঃ প্রভাকর, ভ্রাঃ জি. সত্যনারায়ণ এবং ভঃ মাধুরী এই কার্যক্রমের আয়োজন করেন।

ক্রীড়া দিবস

জয়পুর, রাজস্থান

১ জানুয়ারী ২০১২ তে জয়পুর কেন্দ্র ক্রীড়া দিবসের আয়োজন করে। ১২০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং সকলের মধ্যে এক অদ্ভুত মেলবন্ধন স্থাপিত হয়। লাফানো দৌড়, দড়ি টানাটানি, সিনিয়র সিটিজেনদের দৌড় ইত্যাদি নানারকম ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিজেতাদের পুরস্কৃত করা হয় এবং যে সকল শিশুরা নিয়মানুবর্তিতা পালন করে তাদেরও পুরস্কৃত করা হয়।

সাধনা, লক্ষ্য এবং উচ্চাকাঙ্খার উপর যুব আলোচনা চক্র

হায়দ্রাবাদ

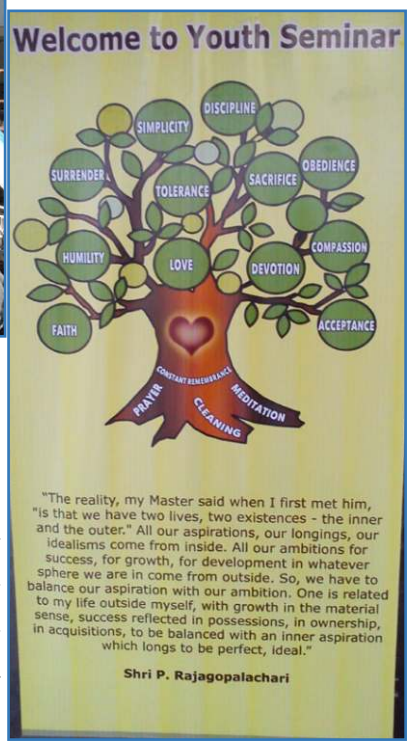

৫০ জন অভ্যাসী ও ১২ জন প্রশিক্ষক গত ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদ আঞ্চলিক আশ্রমে এক আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে। গুরুদেবের ফটো ও SRCM রিট্রিট কেন্দ্রের ফটোর সমাহার উদ্দীপনা সঞ্জাত পরিবেশ রচনা করে।

প্রথম অধিবেশন ছিল সাধনা ও ডায়েরী লেখার উপর। এরপর ব্যক্তিগত সিটিংএর ব্যবস্থা ছিল। যেসব অংশগ্রহণকারী তাদের সাধনায় নানা অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছেন, তারা প্রশিক্ষকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সময় আলোচনা করেন।

শনিবার গুরুদেবের দুটো ভাষণের কিছু অংশ তাদের দেওয়া হয় এবং তা পড়ে তার উপর আলোকপাত করতে বলা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর আয়োজিত এক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অভ্যাসীদের শৈশবের স্মৃতি ভেসে ওঠে।

ভ্রাঃ মল্লিক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার পর ভ্রাঃ বালাজী 'লক্ষ্য'এর উপর আলোকপাত করেন। অংশগ্রহণকারীরা সহজমার্গের লক্ষ্য বিষয়ে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন এবং কিভাবে তা সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকশিত হয় তার উল্লেখ করেন। নৈশ ভোজের পর ভিডিও প্রদর্শন করানো হয়।

রবিবার চরিত্র নির্মাণের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করা হয়। গুরুদেবের সম্প্রতি প্রদত্ত ভাষণ, 'চরিত্র গড়ে তোলা'র কপি সকলকে দেওয়া হয় এবং তার উপর ভঃ অর্চনা এক ভাববিনিময় আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন, যেখানে তিনি তুলে ধরেন, কত সহজভাবে নিজেদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসে উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করা যায়।

বিকেলে গুরুদেবের ভিডিও চালিয়ে মনন করা হয়। এর অভিজ্ঞতা অভুতপূর্ব। অংশগ্রহণকারীরা এহেন আলোচনাচক্র আরও আয়োজনের আবেদন জানায়।

প্রবন্ধ রচনার শংসাপত্র বিতরণ

আমেদনগর

১১ ফেব্রুয়ারী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত গোষ্ঠি অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলো পরিদর্শন করে পুরস্কার ও শংসাপত্র বিজেতাদের হাতে তুলে দেয় । তারা শ্রী শিবাজী সৈনিক স্কুল ও শিবশঙ্কর বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করে বিজেতাদের সম্মান জ্ঞাপন করেন । এ বছর আমেদনগর কেন্দ্র দুটো আঞ্চলিক স্তরে পুরস্কার লাভ করে। শিক্ষকদের জন্য এক মুক্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয় যাতে সহজমার্গ সাধনা বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরা উপকৃত হয়।

নাসিক

১১ ফেব্রুয়ারী অংশগ্রহণকারী ও বিজেতাদের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দশজন ছাত্র ও তাদের অভিভাবকরা এতে অংশ নেন । SRCM এর উপর পরিচিতি দেবার সময় শ্রোতারা মন দিয়ে শোনেন এবং যুবচেতনায় মিশনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন । ভ্রাঃ তানুক পুরস্কার বিতরণ করেন। বিজেতাদের একটা করে 'Tell Me Master' ও একটা কলম প্রদান করা হয়।

ব্যাঙ্গালুরু

বনশংকরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্গালোরের ১৬ বছর বয়সের বিজেতা যশস্বী নায়ক বলেন, "যখন আমাদের বাবা আমাদের ম্যাঙ্গালোরে ছেড়ে যান, তখন আমাকে আচারগত পূজা করতে হত এবং আমি ভাবতাম এটাই আধ্যাত্মিকতা । আজ এখানে এসে আপনাদের কথা শুনে শিখলাম যে, অধ্যাত্মিকতা হল মানবসেবা"।

১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩০ জন অতিথি পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৩৩০টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৩০০ জন ছাত্র–ছাত্রী দঃ কর্ণাটকের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। শিশুকেন্দ্রের নানা রকম কার্যক্রম বাচ্চাদের সারাদিন ব্যস্ত রাখে।

BMA কোলকাতার ৮ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

কোলকাতা, প.বঙ্গ.

২৪ ডিসেম্বর ২০১১

কন্‌কনে শীতের সকালে দুর্গাপুর, ব্যান্ডেল, ফারাক্কা, ঝাড়খন্ড ও কোলকাতা থেকে প্রায় ৭৫ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সকালের অধিবেশন ছিল 'ধ্যান' বিষয়ক ও বিকেলের অধিবেশন ছিল 'সাফাই' বিষয়ক। অভ্যাসীদের পাঁচ মিনিট ধ্যান করতে বলে দিব্যজ্যোতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে বলা হয় । এরপর

তাদের পাঁচভাগে ভাগ করে দশসূত্রের গভীর অর্থের উপর অবগাহন করতে বলা হয়। ঐ দশসূত্র লাগাতার পড়ে শোনানো হয়।

২৫ ডিসেম্বর –শিশুদের ক্রীড়াদিবস

রবিবার সৎসঙ্গের পর শিশুদের বার্ষিক ক্রীড়াদিবস অনুষ্ঠিত হয়। শিশু, অভিভাবক ও প্রপিতামহরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। অংশগ্রহণকারীরা আনন্দ হর্ষের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বেশ সতেজ করে নেন।

চরিত্র নির্মাণের উপর কার্যক্রম

বিকানীর, রাজস্থান

২০১২ সালের প্রথম দিনকে অভ্যাসীরা স্বাগত জানিয়ে "চরিত্র নির্মাণের গুরুত্ব"এর উপর অর্দ্ধ–দিবস এক কার্যক্রমে সামিল হন। অংশগ্রহণকারীদের তিনটে দলে ভাগ করে প্রত্যেককে চরিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত চারটি বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলা হয়। বিষয়গুলি হল – ব্যবহার, প্রেম, বিনম্রতা, ত্যাগ ইত্যাদি। প্রত্যেক দলের একজন করে প্রতিনিধি তাদের আলোচনার সার ব্যক্ত করেন। গুরুদেব আমাদের কাছে সমাজে চলার জন্য প্রেম, ত্যাগ ও আত্ম–মূল্যায়নের যে বিশেষ দিকগুলি আশা করেন তাই আলোচ্য অংশগুলিতে তুলে ধরা হয়। ভ্রাঃ মান সিং ইন্দা "আত্ম–মূল্যায়নের মাধ্যমে নেতিবাচক দিক পরিত্যাগ" করার উপর ভাষণ দেন। ভ্রাঃ অনিল কুমার ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের মেল থেকে নিষ্ঠার ধর্ম ও আমাদের প্রতি গুরুদেবের প্রেম এবং কিভাবে তার প্রতিদান দেওয়া উচিত সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুম্বাইতে মুদ্রণ বিষয়ক নক্শার উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৩১ ডিসেম্বর ২০১১ ও ১ জানুযারী ২০১২ তে 'মুদ্রণ–নক্শা' বিষয়ক দুদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল যেসব অভ্যাসীরা পুস্তিকা, তালিকা, পোস্টার, বই প্রভৃতির নক্শা তৈরীর কাজ করতে আগ্রহী, তাদেরকে প্রশিক্ষিত করা। পুনে, মুম্বাই, জলগাঁও এবং নাসিক থেকে ১৫ জন এই কর্মশালায় অংশ নেন। এ হেন নক্শা ও কলার মূল নীতির উপর ভিত্তি করে কর্মশালার পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হয়।

অংশগ্রহণকারীদের সফ্ট্ওয়্যারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে ডিজিটাল নক্শা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এই যোজনা সফল হলে মিশন তার মুদ্রণ সংক্রান্ত নক্শা তৈরীর দলের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আলোচনা চক্র

জয়পুর, রাজস্থান

HDFC লাইফের জয়পুর আঞ্চলিক অফিসে ৮ জানুয়ারী ২০১২ তে এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। HDFC র শাখা প্রবন্ধকেরা মন–নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানসিক চাপ লাঘবের কলা শিখতে এবং সেইসঙ্গে সহজমার্গ কি দিতে পারে তা জানতে আগ্রহী ছিলেন।

শ্রী সন্দীপ নায়ারের ব্যবস্থাপনায় ভ্রাঃ মনোজ নাগর, CiC, জয়পুর এই সমাবেশ পরিচালনা করেন। আজকের প্রতিযোগিতামূলক জীবনে ধ্যান কিভাবে উপকার করে সে বিষয়ে ভ্রাঃ মনোজ বক্তব্য রাখেন।

এই অধিবেশনে শ্রোতারা নানা প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেদের সংশয় দূর করেন।

স্পেক্ট্রাম আঞ্চলিক ক্লাব নানদেদ আশ্রম পরিদর্শন করেন

২৭ জানুয়ারী ২০১২ তে ঐ ক্লাবের ১৫ জন সদস্য নানদেদ ফাটা আশ্রম পরিদর্শন করে সহজমার্গ বিষয়ে জানতে চান।

ভঃ সুবদা আপ্তে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন এবং মহিলারা খুব অর্থবহ উত্তর দেন।

এরপর ভঃ সুরভি ও ভঃ বিদ্যা সহজমার্গের বিষয়ে গভীর পরিচিতি প্রদান করেন। অতিথিদের সুস্বাদু মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করা হয়।

গুলবার্গা আশ্রম

বাবুজী বীজ বপন করেছিলেন

গুলবার্গা উত্তর কর্ণাটকের বিভাগীয় মুখ্য কার্যালয় এবং বাহমনি রাজত্বের জন্মভূমি। ১৯৫৭ সালে এখানে মিশনের কাজকর্ম শুরু হয় এবং প্রয়াত এস. এ. সারনাদজী ছিলেন প্রথম অভ্যাসী দলের একজন। তিনি পরে মিশনের সচিব পদে বহু বছর আসীন ছিলেন।

১৯৫৭, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৮ সালে বাবুজী গুলবার্গা পরিদর্শন করে তা লালন করেন। গুলবার্গার বার্ষিক অনুষ্ঠানে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সালে তিনি তার প্রেমসিক্ত ভঙ্গীতে সহজমার্গকে সরল করে বলেন: "... আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি বলতে পারি সহজ মার্গ এমন এক সরল প্রক্রিয়া যা, যে কেউ অনুসরণ করতে পারে। কেউ যদি তার হৃদয় বিক্রী করতে পারে বা দিব্য গুরুকে উপহার দিয়ে দিতে পারে তাহলে কিছুই আর বাকী থাকে না। এই স্থিতি তাকে আপনা–আপনি অনন্ত সত্যে লীন করে দেবে"।

আশ্রম ও তার কার্যকলাপ

এই কেন্দ্রে এখন ৪৫০ জন অভ্যাসী আছেন এবং রবিবার সৎসঙ্গে নিয়মিত ১৭০ জন উপস্থিত থাকেন। গুরুদেব ২৪ মার্চ ১৯৯৩ সালে বর্তমান আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যা রেল স্টেশন থেকে পাঁচ কিমি দূরে অবস্থিত। ১৮০০০ বর্গফুটের দোতলা বাড়ির মত এই আশ্রমে ৩০০ জন অভ্যাসী বসার মত ধ্যানকক্ষ, বহুশয্যাবিশিষ্ট ঘর, অফিস, রান্নাঘর, শৌচাগার, বই রাখার স্থান, গ্রন্থাগার রয়েছে। রবিবার সকালে এবং মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার ও শনিবার সন্ধ্যায় ব্যক্তিগত সিটিং পরিচালিত হয়। একদল নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবী নিরন্তর আশ্রমের পরিচর্যা করেন।

সমর্পণের গোপনীয়তা

এই কেন্দ্রের উন্নয়নে গুরুদেব ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৮ এবং ২০০২ সালে নিয়মিত পরিদর্শনে আসেন। শেষবার তিনি সমর্পণের গোপন রহস্য প্রকাশ করে বলেন – আধ্যাত্মিক প্রগতিতে সমর্পণের গোপনীয়তা হল গুরুর জন্য কাজ করে যাওয়া। "শরণাগতি – একটাই শব্দ, কিন্তু তা সম্পূর্ণ মানসিকতাকে তুলে ধরে, যা এক্ষেত্রে প্রয়োজন, আর এই হল সহজতম উপায়, যা আমি নিজে আয়ত্ত করেছিলাম। আমি নিরন্তর তাঁর কাজ করে গিয়েছি"।

ভবিষ্যত

সম্প্রতি ডাউন সেডাম রোডে মিশন ৩৪ একর জমি কিনেছে, যার মধ্যে ১২ একর মিশনের জন্য আর বাকি এলাকায় অভ্যাসীদের আবাসন গড়ে উঠবে। গুরুদেব নতুন আশ্রমের নাম দেন, "বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, গুলবার্গা" আর আবাসিক এলাকার নাম দেন "যোগজীবন এন্ক্লেভ"। পরবর্তী পদক্ষেপে গুলবার্গার অগ্রগতি সুনিশ্চিত।

জ্যোতির্কেন্দ্র

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.